৪৬তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বাংলা

লেকচার: ১০

টপিক:

- ✓ **আধুনিক যুগ-৫:** বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, কবি কায়কোবাদ ও বেগম রোকেয়া।
- ✓ সম্প্রতি আলোচিত বিভিন্ন বাংলা গ্রন্থ।
- ✓ বাংলা সাহিত্য অবলম্বনে বিভিন্ন চলচ্চিত্র।

উত্তরণ ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি | 09666775566 | www.uttoron.academy

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

১. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সাহিত্যকৃতির স্বাতন্ত্র্য লিখুন। [৪৫তম বিসিএস]

২. নারী জাগরণে বেগম রোকেয়ার অবদান আলোচনা করুন। [৪৪তম বিসিএস]

৩. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের কর্ম ও রচনার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করুন। [৪১তম বিসিএস]

৪. 'পথের পাচাঁলী' উপন্যাসের 'বল্লালী বালাই' অংশটির নামকরণের তাৎপর্য লিখুন। [৪১তম বিসিএস]

৫. নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন' রচনাটির কাহিনি সংক্ষেপে বিবৃত করুন। [৩২তম বিসিএস]

৬. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কেন বিখ্যাত? [২৪তম বিসিএস]

৭. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রতিষ্ঠিত একটি মহিলা সমিতির পরিচয় দিন। [৩১তম বিসিএস]

৮. "বেগম রোকেয়াই বাংলা সাহিত্যে প্রথম নারীবাদী লেখক।" - কথাটি বুঝিয়ে দিন। [২৮তম বিসিএস]

৯. 'অবরোধবাসিনী' কে লিখেছেন? তিনি কী হিসাবে বিখ্যাত? [২৭তম বিসিএস]

৩/ বোঝো
মন : তোমার,

১ নারী ক্ষমতায়ন, তোমার
২ নারী শিক্ষায়, প্রতি তোমার
৩ দুর্নীতির, প্রেরণা
~~৪~~ ৪ প্রথম নারী মুক্ত সংগঠন
৫ আন্দোলন : আন্দোলনে ২২ সময়
৬ মহিলা সমিতি

[illegible], [illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible]

[illegible]

মাত্রা: মাত্রিক

: একটি স্বরবৃত্ত

বৈশাখ মাস

৩ অক্ষর মাত্রা

৭ ২০০৮

বৈশাখ মাস

ক

১০ মাত্রা

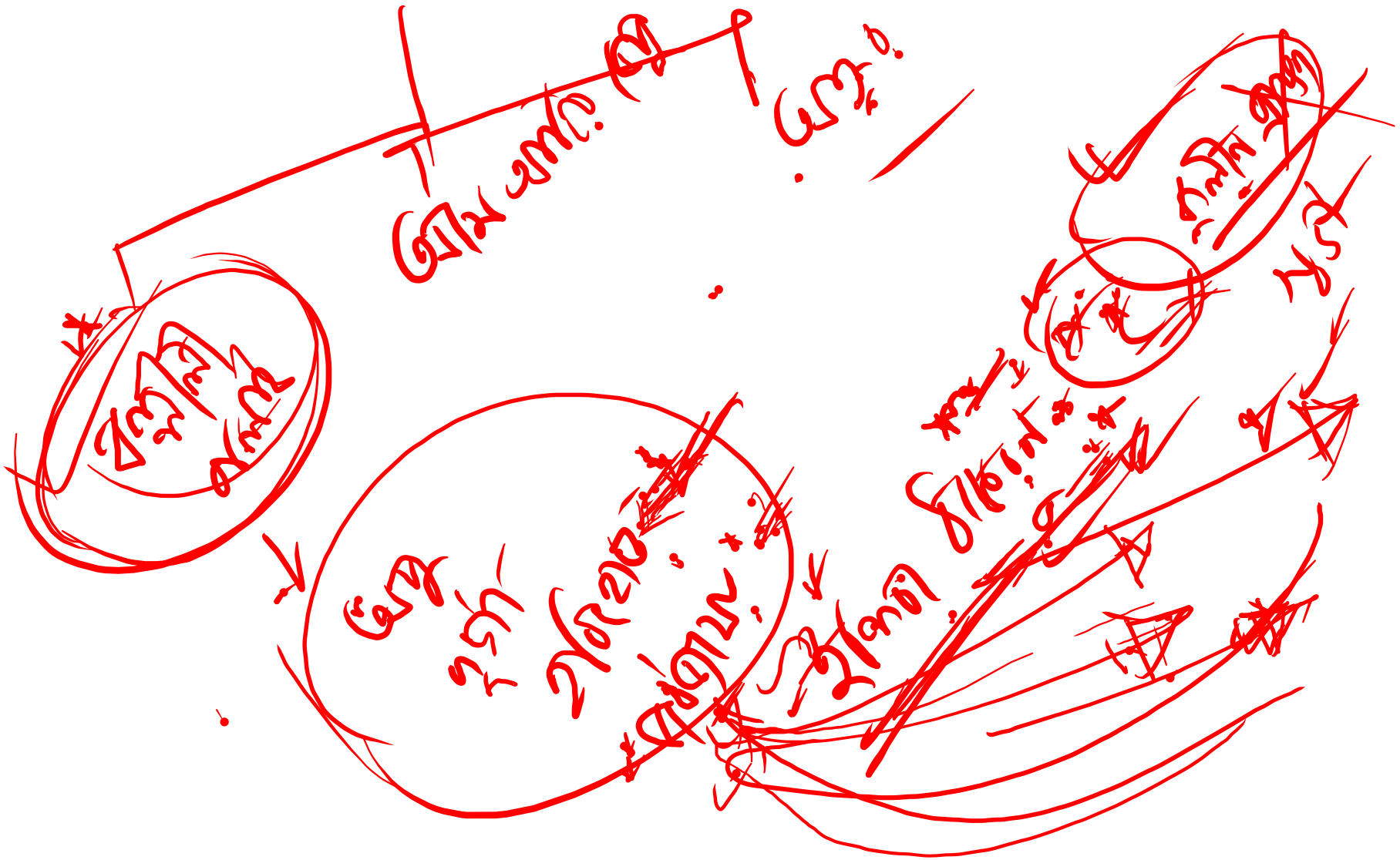

নবীকরণে ; সেবাং
(সাধনা ;

ং নবী মন্ত্রী ; সোনালি
ট জেক্সুমার ঘাওয়ালিয় ংমর
ন নসী মিশ্রা ; নী স্ত্রি চালি
ম নরী ; ভাগাম ; ঠিকার মন্ত্রী
ম

* রোগের: সৃষ্টি

১। নারীবাদ ↑ নারী কারণে

২। দুঃখ খাস মত মনোভাব (সেক্স: কাঠামো (মর্যাদার; সেক্স)

৩। উচ্চশিক্ষিত, ~~স~~ ;

৪। আগ্রহ;

৫। বিশ্ব কামুক → (প্রত্যাশা বেশি) ;

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

- জন্ম : ১৮৩৮ সালে চব্বিশ পরগনা জেলায়, কাঁঠাল পাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- জনক : বাংলা উপন্যাসের জনক / আধুনিক উপন্যাসের জনক।
- উপাধি : সাহিত্য সম্রাট, ঋষি, বাংলার স্কট, রায় বাহাদুর, সি. আই. ই।
- ছদ্মনাম : কমলাকান্ত, রামচন্দ্র, দর্পনারায়ণ, পতিভূণ্ড, হরিদাস বৈরাগী।
- পত্রিকা : বঙ্গদর্শন।
- তিনি ১৫টি উপন্যাস রচনা করেন।

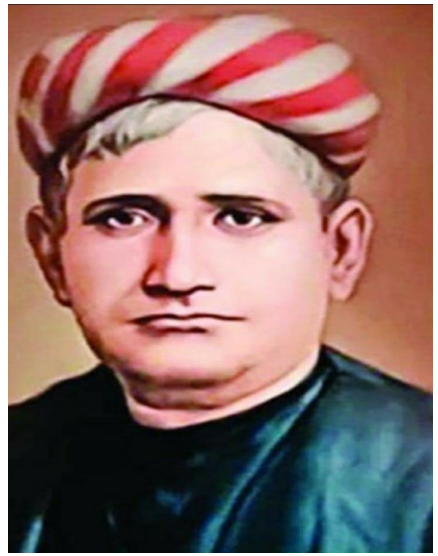

** বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ইতিহাস + রোমান্সমূলক উপন্যাস	
দুর্গেশনন্দিনী*	প্রথম সার্থক উপন্যাস, প্রধান চরিত্র – জগৎসিংহ, ওসমান, আয়েশা, তিলোত্তমা (মোগল পাঠান দ্বন্দ্ব ও প্রেম)। এটি ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত হয়।
কপালকুন্ডলা*	প্রথম রোমান্সধর্মী উপন্যাস, প্রধান চরিত্র – নবকুমার, কপালকুন্ডলা, রূপালিক, মতিবিবি। উল্লেখযোগ্য উক্তি: "তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?" - প্রদীপ নিবিয়া গেল।
চন্দ্রশেখর	রোমান্সধর্মী উপন্যাস, প্রধান চরিত্র – চন্দ্রশেখর-শৈবলিনী, মীর কাশেম।
মৃনালিনী	মগধের রাজপুত্র হেমচন্দ্রের সঙ্গে মৃণালিনীর প্রণয় এবং দেশ রক্ষার জন্য হেমচন্দ্রের সংকল্প ও ব্যর্থতা।
সামাজিক উপন্যাস	
কৃষ্ণকান্তের উইল*	প্রধান চরিত্র – রোহিণী, গোবিন্দলাল, ভ্রমরের ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনী।
বিষবৃক্ষ*	প্রধান চরিত্র- নগেন্দ্র, সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী।
মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস	
রজনী*	মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস, প্রধান চরিত্র – রজনী ও শচীন্দ্র।

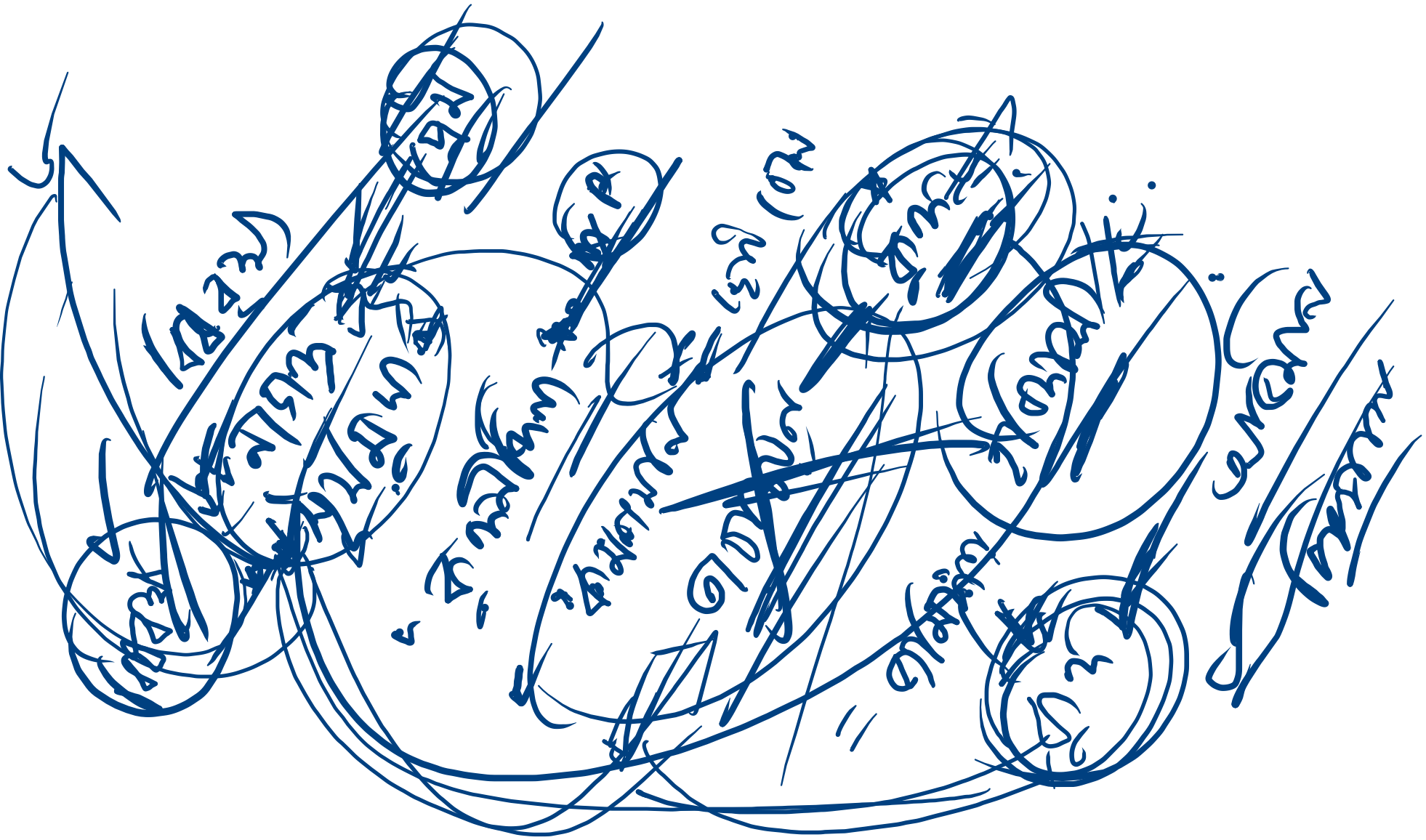

[illegible]

[illegible]

[illegible]

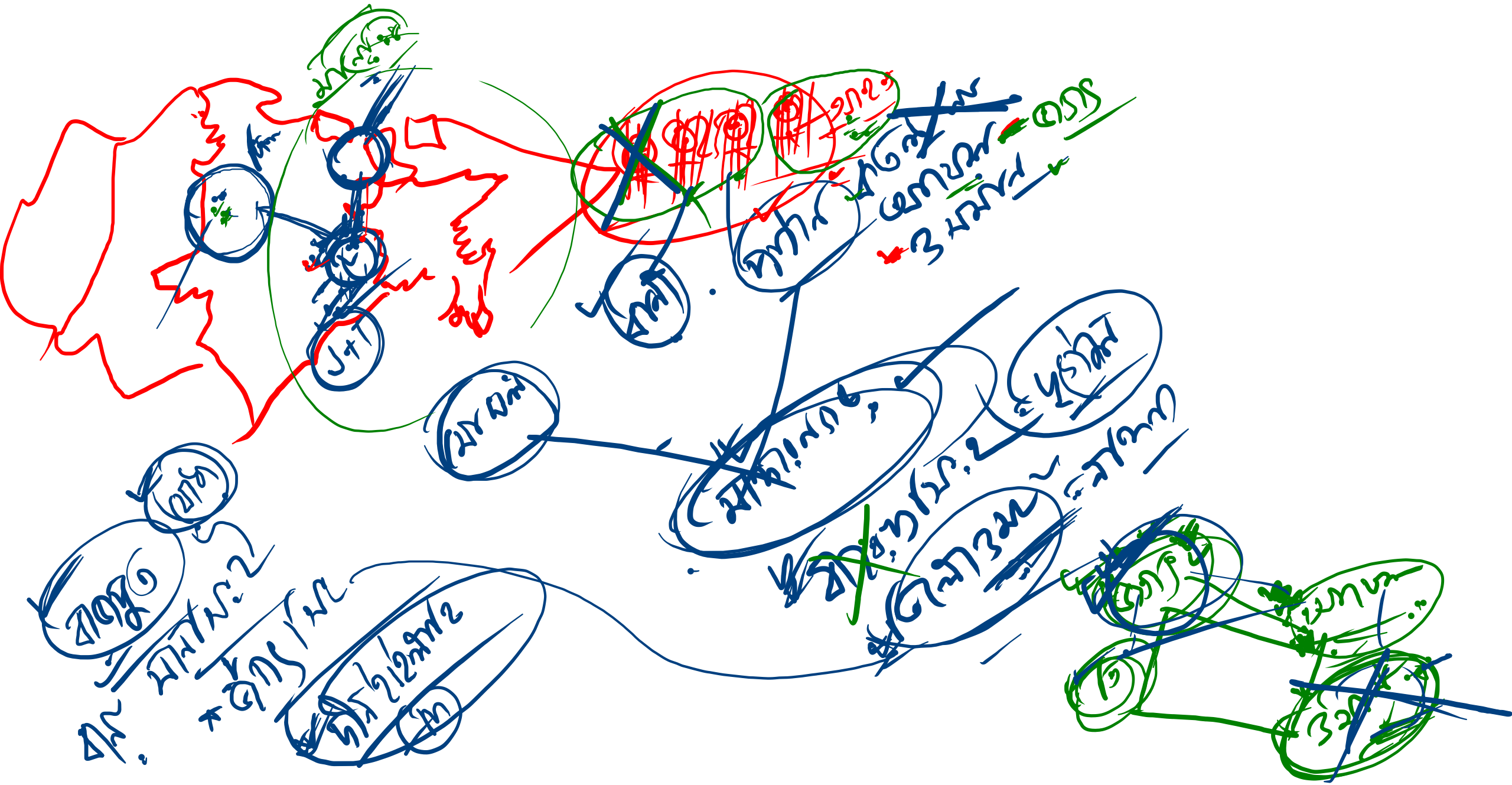

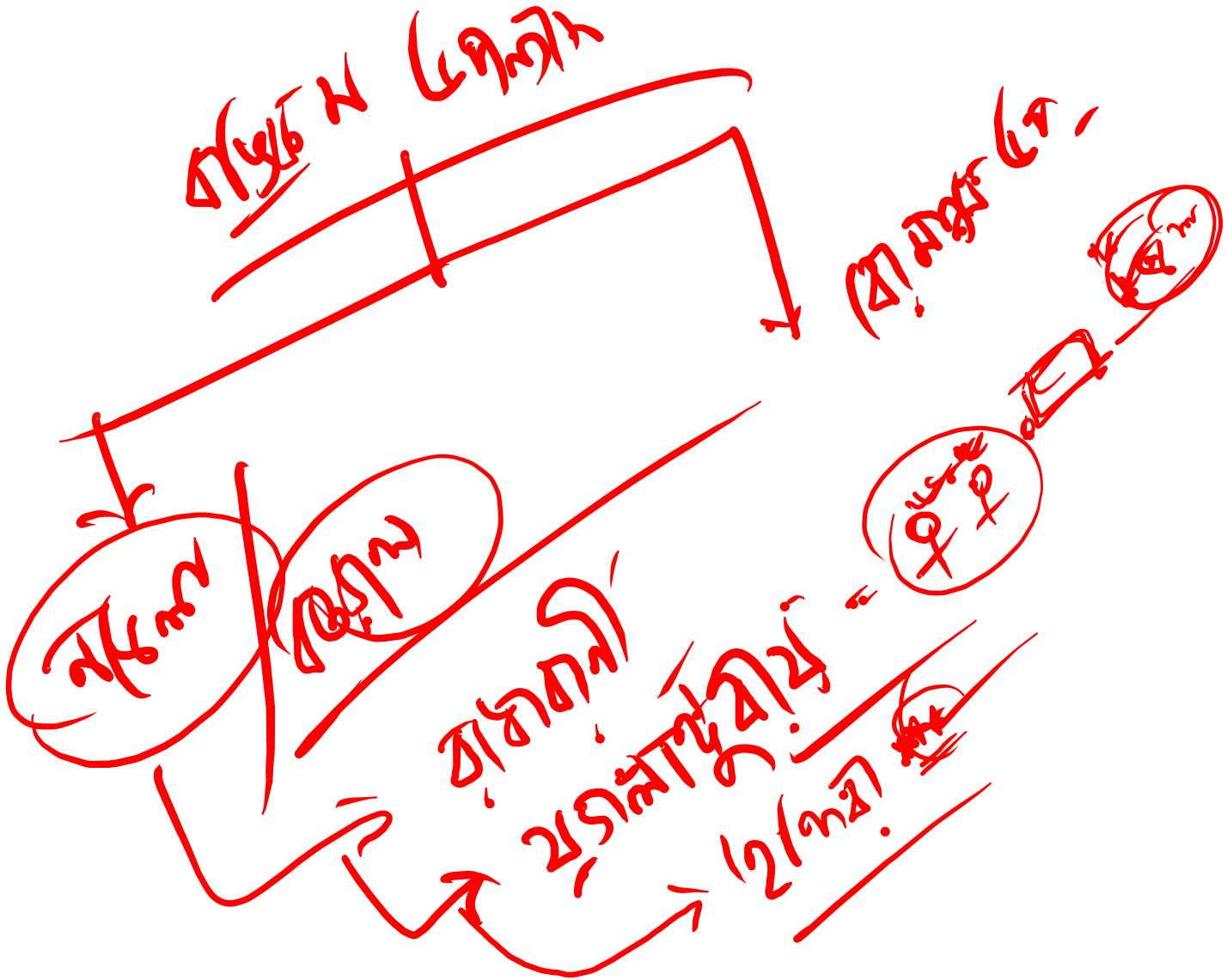

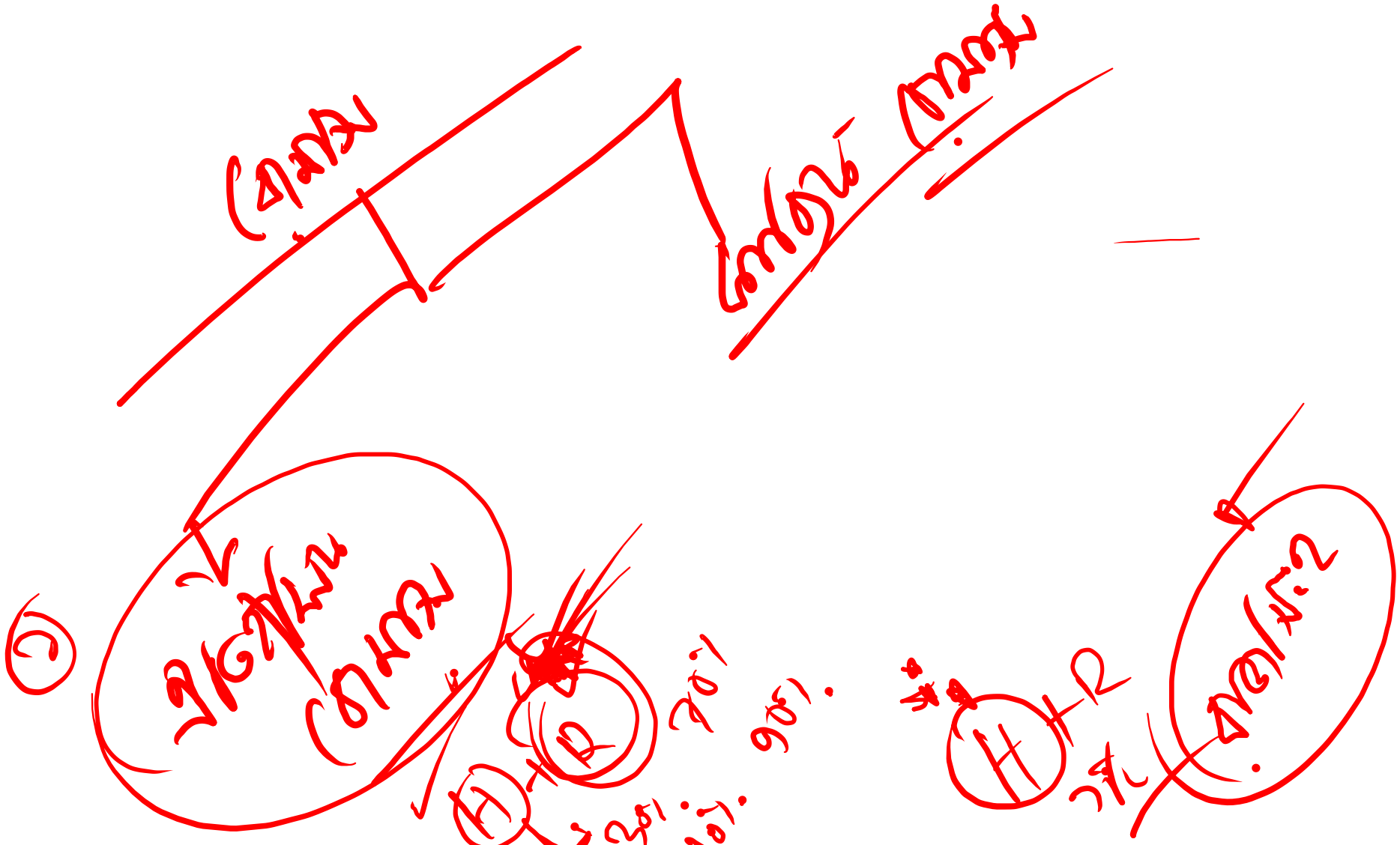

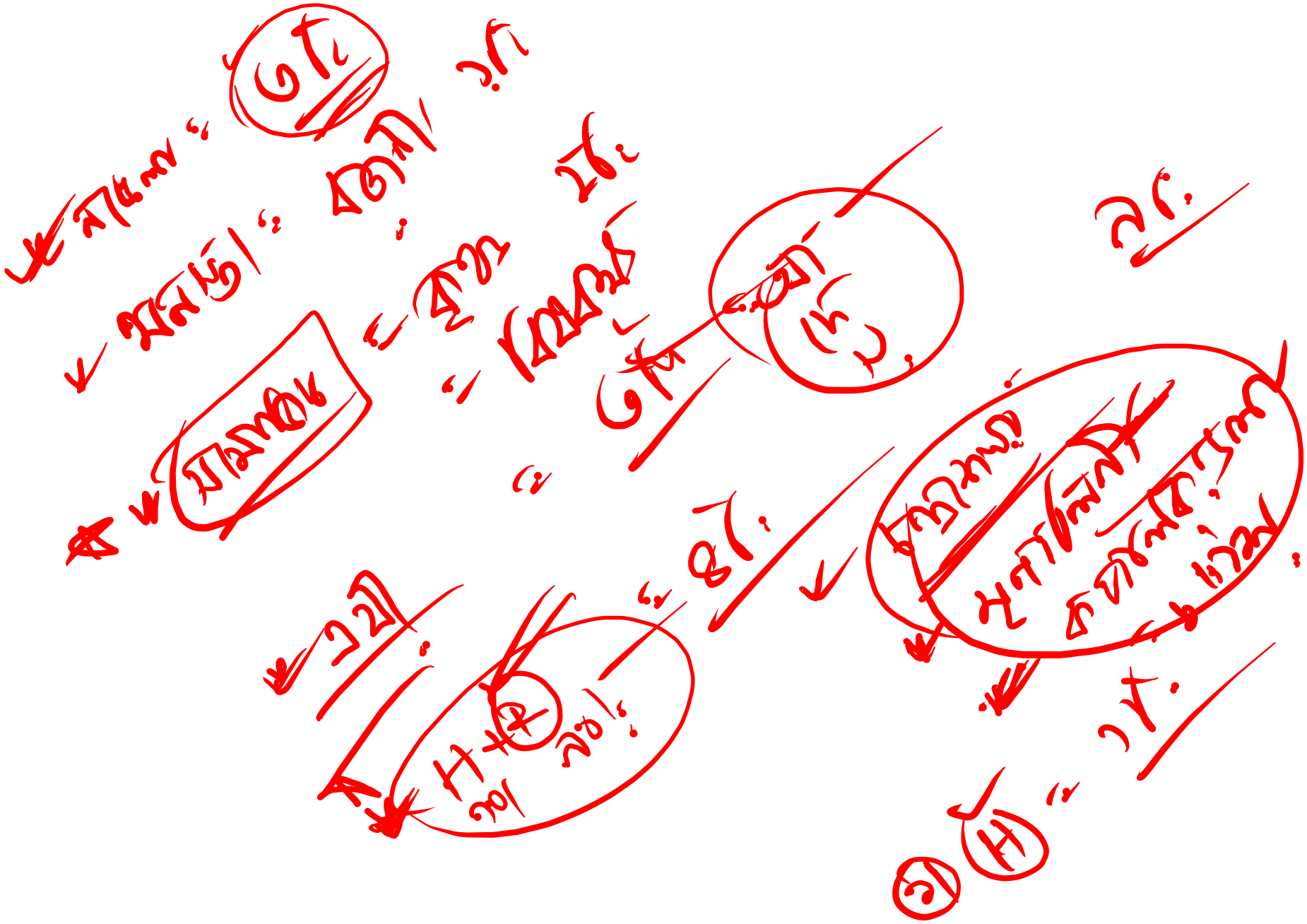

[illegible] 3 [illegible]

= [illegible]

[illegible]

ค่าเสียหาย (ตามหลัก ม. 222 ว. 1

1) ปกติ

2) พิเศษ

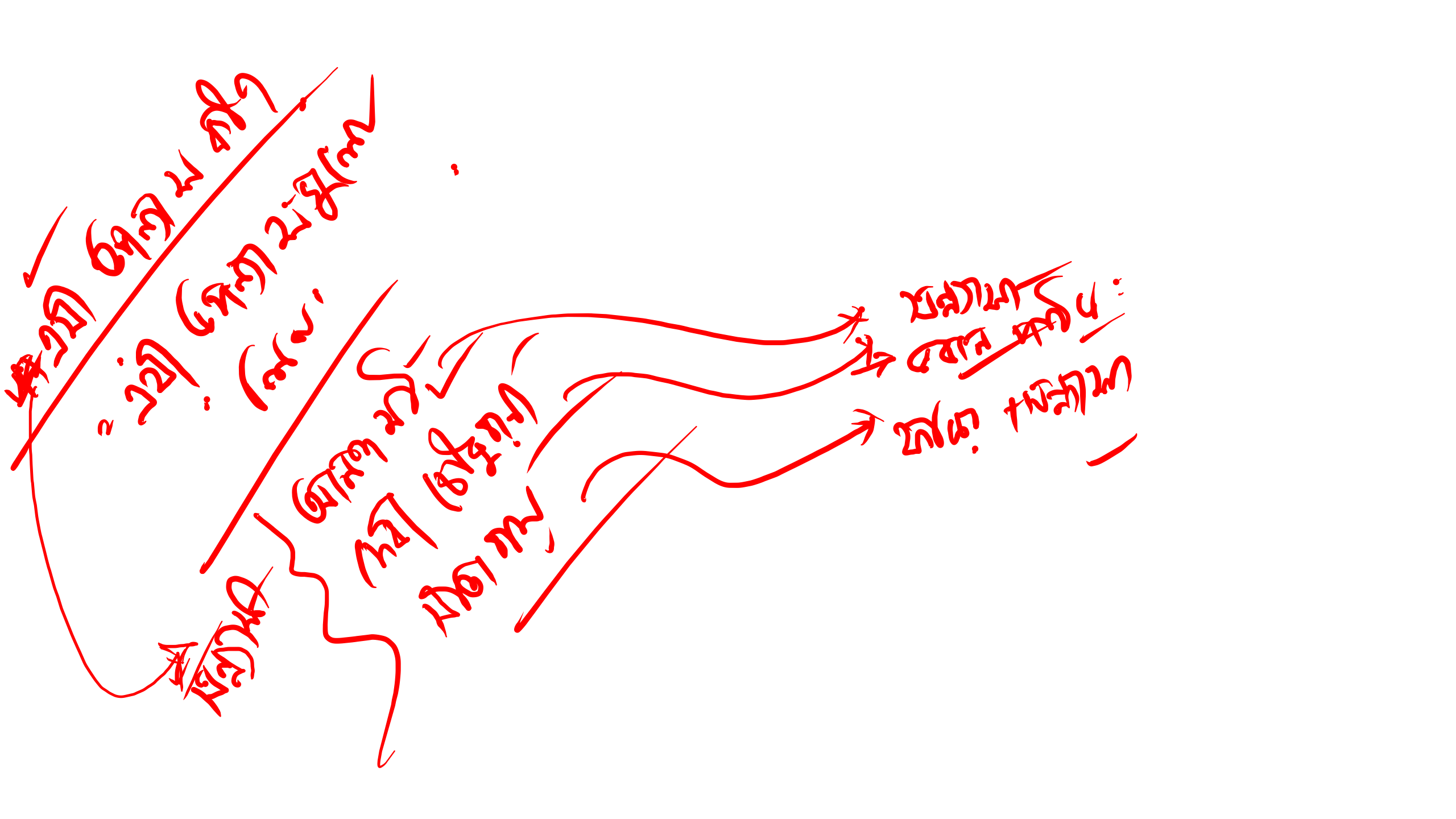

สามก้อน

ที่ ถึง

อิศุม

= 2 ใน

ๆ ชื่อตัวการ

ๆ เสียง

বাক্যমি: (।১৪৯১ খ্রি)

সুবিধ দিক

২টি:

① রূপ: (সোমস)

② সংজ্ঞা: জানবেন

১) ✓ হবি (বন্ধ), (২৪)

২) ✓ নাতাশী (বন্ধ), -সন্ধি

৩) ✓ মশাও (বন্ধ)?

৪) (বৈরু) প্রতিবেশী?

৫) ✓ কোন ছাত্রা; প্রতিযোগিতায় (A+R)

৫

কিছু নেই

৪.০৩ / ২৫

[illegible] (ร.2)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ইতিহাসমূলক উপন্যাস	
রাজসিংহ*	শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস, বিষয়বস্তু: আওরঙ্গজেব ও রাজপুত্র রাজা রানা সিংহের মধ্যে যুদ্ধ।
দেশপ্রেমমূলক ও তত্ত্বপ্রধান মূলক উপন্যাস	
আনন্দ মঠ*	বিষয়বস্তু: ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ‘বন্দে মাতরম’ এ উপন্যাসের অন্তর্গত।
দেবী চৌধুরাণী*	‘দেবী চৌধুরাণী’ হচ্ছে রংপুরের পীরগাছার জমিদার; রংপুর অঞ্চলের কৃষক বিদ্রোহ; ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলন এর নেত্রী
সীতারাম*	এটি একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। এটি তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস।
ছোট উপন্যাস/নভেলা	
ইন্দিরা	
যুগলাঙ্গুরীয়	

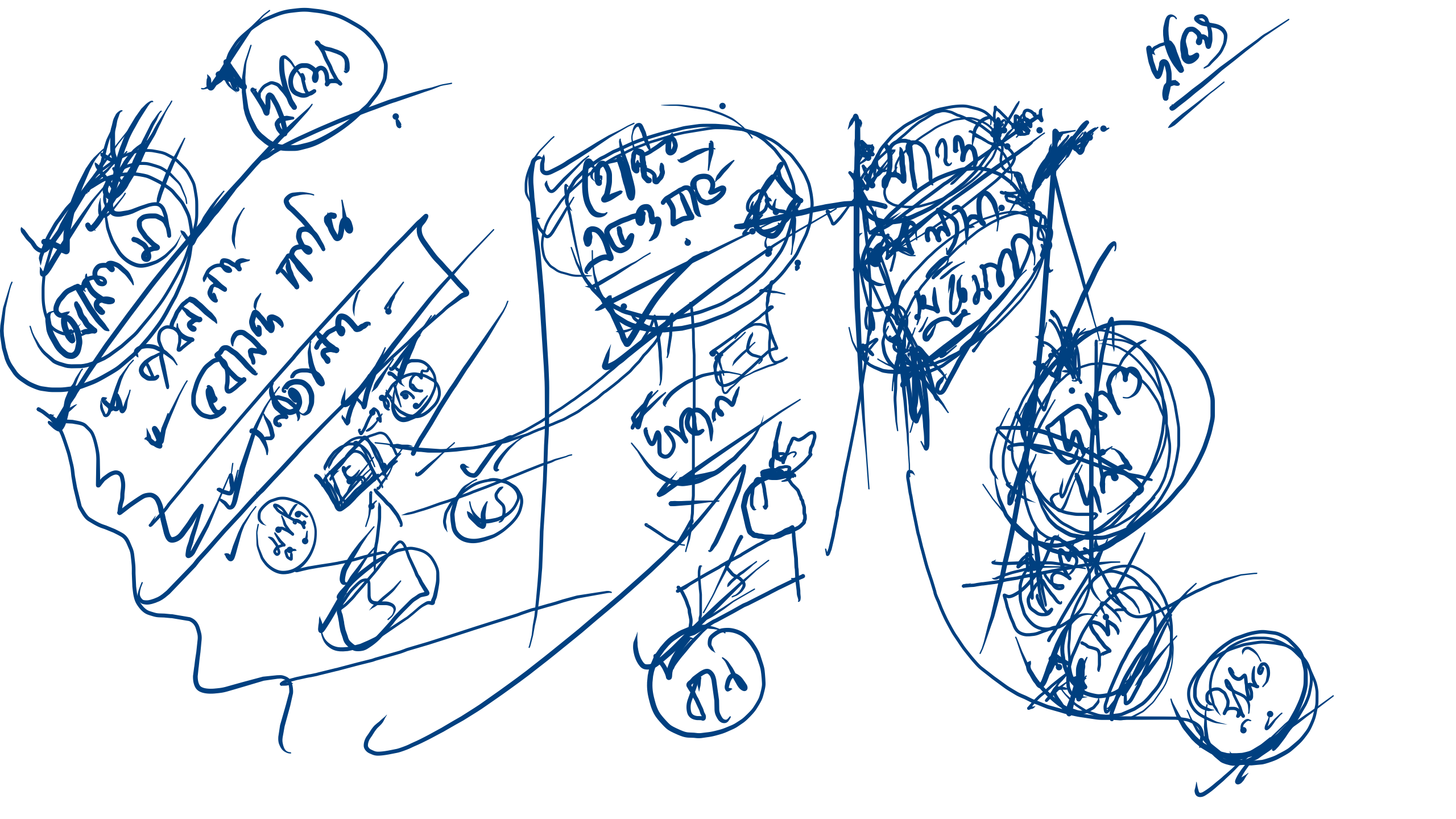

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রবন্ধগ্রন্থ:
কমলাকান্তের দপ্তর: ব্যঙ্গাত্মক রম্য রচনা, নক্‌শা জাতীয় হালকা সরস রচনা, ডিকুইনসির ‘confession of an opium eater’ এর অনুকরণে লেখা।
মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত: ব্যঙ্গাত্মক রম্য রচনা।
ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন
কৃষ্ণচরিত
সাম্য: গ্রন্থটি লেখক বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নেন।
বিজ্ঞান রহস্য: তার বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ
লোকরহস্য
বিবিধ প্রবন্ধ
কাব্যগ্রন্থ
ললিতা তথা মানস (১৮৫৬) – প্রথম কাব্যগ্রন্থ।

✪ আনন্দ মঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম – ত্রয়ী উপন্যাস।

দ্রব্য বিনিময় / ১০টাকার নোট / E. C Remu

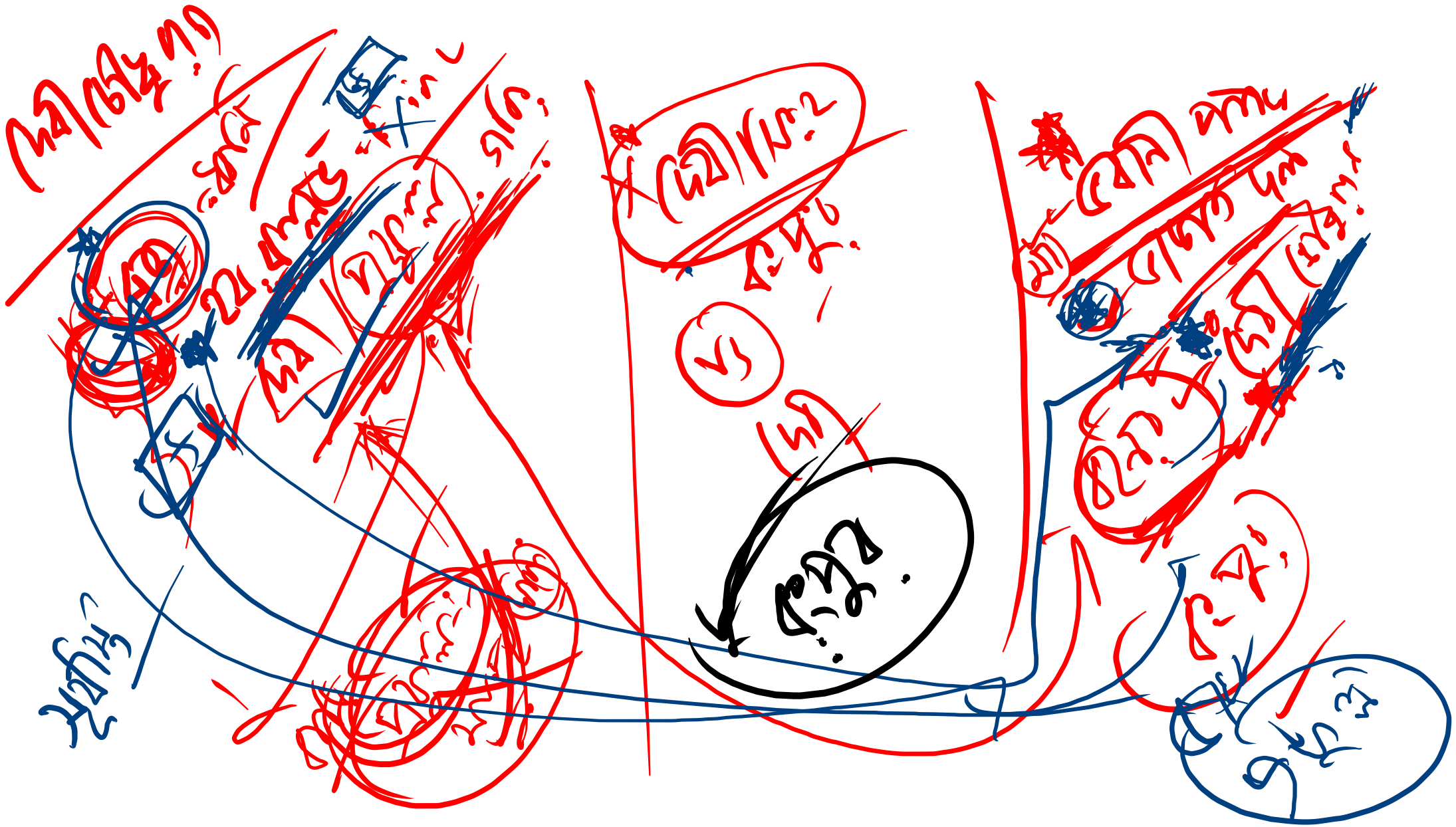

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

❑ দুর্গেশনন্দিনী

- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী।
- উপন্যাসটি মূলত রচিত হয় ১৮৬২ - ১৮৬৩ সালে এবং প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সালে।
- উপন্যাসটির উল্লেখযোগ্য চরিত্র- জগৎসিংহ, আয়েশা, ওসমান, তিলোত্তমা ও বিমলা ইত্যাদি।
- ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে উড়িষ্যার মালিকানা নিয়ে পাঠান ও মোঘল সংঘর্ষের পটভূমিতে রচিত হয় এই উপন্যাস।
- দুর্গেশনন্দিনী অর্থ দুর্গ প্রধানের কন্যা।
- এ উপন্যাসের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ইসমাইল হোসেন সিরাজী লিখেন 'রায়নন্দিনী' উপন্যাস।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

❑ কমলাকান্তের দপ্তর

- ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত একটি ব্যক্তিধর্মী প্রবন্ধ-সংকলন।
- এটি একটি ব্যঙ্গাত্মক রম্য রচনা।
- এর প্রবন্ধগুলি প্রথম ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশকাল: ১৮৭৫।
- ইংরেজি সাহিত্য সমালোচক ডিকুইনসির ‘Confession of an English Opium Eater’ এর অনুসরণে এটি লেখা।
- গ্রন্থটি কমলাকান্তের দপ্তর, কমলাকান্তের পত্র, কমলাকান্তের জবানবন্দি- এ তিনটি প্রবন্ধের সংকলন।
- কমলাকান্ত নামক আফিমখোর, খ্যাপাটে কিন্তু চিন্তাশীল ও কবিপ্রতিভাসম্পন্ন এক চরিত্রের জবানিতে প্রবন্ধগুলো রচিত।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

❑ বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী উপন্যাস

বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী উপন্যাসে দেশাত্মবোধ ও স্বজাত্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' এই তিনটিকে একত্রে বলা হয় ত্রয়ী উপন্যাস। এদের রাজনৈতিক উপন্যাসের পর্যায়ে স্থান দেওয়া হয়।

❑ আনন্দমঠ

- ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে এই উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক রচিত হয়।
- এটি প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে।
- উল্লেখযোগ্য চরিত্র – ভবানন্দ, কল্যাণী, মহেন্দ্র সিংহ।
- উপন্যাসটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি, স্বজাতি ও ধর্মপ্রীতি প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে।
- এটি কোন ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। এর কাহিনী কল্পিত কিন্তু অবিশ্বাস্য নয়।
- এই গ্রন্থে তিনি 'বন্দে মাতরাম' গানের ব্যবহার করেছেন।
- উপন্যাসটি ১৯০৭ সালে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত 'The Abbey of Bliss' নামে এবং ১৯১০ সালে শ্রী অরবিন্দ 'Ananda Math' নামে ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

❑ সীতারাম

- একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস।
- প্রথমে এটি প্রচার পত্রিকায় (শ্রাবণ, ১২৯১ – মাঘ, ১২৯৩; মাঝে কয়েকমাসের বিরতি সহ) প্রকাশিত হয়।
- এই উপন্যাসে নিষ্কাম ধর্মের ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে।
- বঙ্কিমের ধর্ম চিন্তা এই উপন্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

❑ দেবী চৌধুরাণী

- উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ সালে।
- দেবী চৌধুরাণী প্রকাশের সময় বঙ্কিমচন্দ্র নিজে জানিয়েছিলেন, "ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং ঐতিহাসিকতার ভান করি নাই... দেবী চৌধুরাণীরও ঐরূপ (অর্থাৎ আনন্দমঠের মতো) তবে, এখানে একটু ঐতিহাসিক মূল আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

❑ বঙ্কিমচন্দ্রের তত্ত্ব ও দেশাত্মবোধক উপন্যাস

বঙ্কিমচন্দ্রের তত্ত্ব ও দেশাত্মবোধক উপন্যাস হলো 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'। আনন্দমঠ উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে রচিত। এখানে অন্তর্ভুক্ত 'বন্দেমাতরম' সংগীত পরাধীন জাতির বীজ মন্ত্র। বাংলাদেশের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রচিত এই উপন্যাসটি। মহেন্দ্র, কল্যাণী, ভবানন্দ , সত্যানন্দ , জীবানন্দ, নিমাই প্রভৃতি চরিত্রের উপস্থাপনায় দেশাত্মবোধক এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র দেশ, সমাজ , ধর্ম ও জাতীয়তা সম্পর্কে নতুন ভাবনা ও আত্মদর্শন প্রকাশ করেছেন। তাঁর 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে সূক্ষ্ম ধর্মীয় অনুভূতি ও হিন্দু সমাজের সামাজিক আচার-আচরণ ও নানা তথ্য ও তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

❑ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাংলার স্কট বলার কারণ

উপন্যাসের প্রাথমিক প্রচেষ্টার বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার কালাতিক্রমের পর বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রাপ্য। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যিক জীবনে মোট ১৫টি উপন্যাস রচনা করেছেন। এর মধ্যে একটি ইংরেজি ভাষার উপন্যাস ছিল। এসব উপন্যাসে বাঙালির অতীত ইতিহাস যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি ব্যক্ত হয়েছে সমকালীন সমাজ জীবনের কথা। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া এবং দীর্ঘদিন ব্রিটিশদের অধীনে কাজ করার ফলে ব্রিটিশদের চিন্তাভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গির কিছু প্রভাব তাঁর উপর পড়েছিল। ওয়াল্টার স্কটের ইংরেজি উপন্যাসের আদলকে আদর্শ ধরেই বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাস রচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন-

‘বঙ্কিমচন্দ্র কথাসাহিত্যের রূপের আদর্শ পাশ্চাত্য লেখকদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন’

তার উপন্যাসের সব চরিত্রের সাথে স্কটল্যান্ডের বিখ্যাত কবি ও ঔপান্যাসিক ওয়াল্টার স্কটের স্পষ্ট ছাপ থাকায় তাঁকে ‘বাংলা সাহিত্যের ওয়াল্টার স্কট’বলা হয়।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

- বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (সাধারণত বেগম রোকেয়া নামে অধিক পরিচিত) হলেন একজন বাঙালি সাহিত্যিক, শিক্ষাব্রতী চিন্তাবিদ, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক ও নারীর অধিকার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ।
- তিনি ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার অন্তর্গত পায়রাবন্দ ইউনিয়নে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৯০৯ সালের ১ অক্টোবর স্বামীর প্রদত্ত অর্থে ভাগলপুরে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস' স্কুল স্থাপন করেন।
- তিনি ১৯১৬ সালে 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' বা মুসলিম মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।
- বেগম রোকেয়া ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।
- নারী জাগরণের অবদানের জন্য প্রতি বছর ৯ ডিসেম্বর 'রোকেয়া দিবস' পালন করা হয়।
- ২০২৩ সালে রোকেয়া পদক পান খালেদা একরাম (মরণোত্তর), ডা. হালিদা হানুম আক্তার, কামরুন্নেসা আশরাফ দিনা (মরণোত্তর), রণিতা বালা এবং নিশাত মজুমদার

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

❑ সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস	প্রবন্ধ
▪ Sultana's Dream (সুলতানার স্বপ্ন) (১৯০৮) ▪ পদ্মরাগ (১৯২৪)	▪ মতিচূর – (১ম খণ্ড ১৯০৪ সালে ও ২য় খণ্ড ১৯২২ সালে) ▪ অবরোধবাসিনী (১৯৩১)

অন্যান্য			
প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ	**প্রথম রচনা**	**শেষ রচনা**	**নারী শিক্ষামূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ**
▪ পিপাসা	▪ 'নিরীহ বাঙালী' (প্রবন্ধ)	▪ নারীর অধিকার (প্রবন্ধ)	▪ জাগো গো ভগিনী

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

❑ Sultana's Dream/ সুলতানার স্বপ্ন

- নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া রচিত 'সুলতানার স্বপ্ন' গ্রন্থটি একটি উপন্যাসধর্মী কল্পকাহিনি।
- এটি ১৯০৫ সালে মাদ্রাজের 'দ্য ইন্ডিয়ান লেডিজ' ম্যাগাজিন (The Indian Ladies' Magazine)-এ "সুলতানা'স ড্রিম" (Sultana's Dream) শিরোনামে প্রথম প্রকাশিত হয়।
- ১৯০৮ সালে উপন্যাসটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়।
- উপন্যাসটি বাংলায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে।
- এ উপন্যাসে লেখিকার ঐকান্তিক মানসকল্পনা বা স্বপ্ন অভিনব রূপে প্রকাশ পেয়েছে।
- সুলতানার জবানিতে কাহিনিটি বলা হয়েছে।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

অবরোধবাসিনী

- নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার অসামান্য সৃষ্ট প্রবন্ধ গ্রন্থ 'অবরোধবাসিনী'।
- গ্রন্থটি বেগম রোকেয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি।
- এটি পর্দাপ্রথা নির্ভর হাস্যরসাত্মক গ্রন্থ।
- তৎকালীন মুসলিম সমাজে অবরোধ প্রথা এবং কেবলমাত্র অবরোধ প্রথার দোহাই দিয়ে নারীদের চারদেয়ালের মাঝে বন্দী করে রাখার নিয়ম চালু ছিল। লেখিকা কতগুলো ঐতিহাসিক ও চাক্ষুষ সত্য ঘটনা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এ গ্রন্থে।
- চার দেয়ালে আবদ্ধ তৎকালীন নারী সমাজের ধর্মান্ধতা এবং তা থেকে উদ্ভূত নানা রকম দুঃখ-দুর্দশার প্রতিফলন ঘটেছে এই গ্রন্থে।

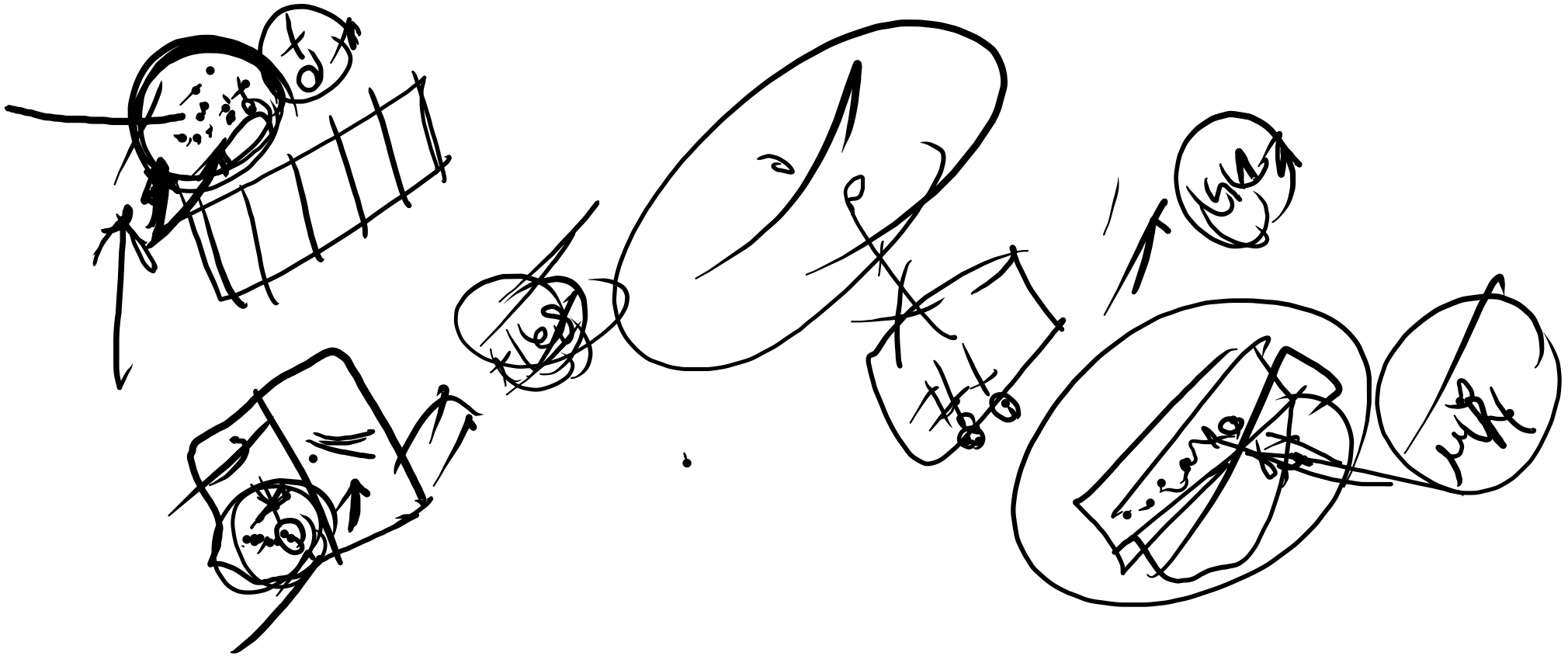

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

❑ পদ্মরাগ

- ‘পদ্মরাগ’ উপন্যাসের প্রধান বিষয়বস্তু হলো মুসলিম সমাজের অন্তঃস্থিত ক্লেদ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ।
- লতিফ ও সিদ্দিকার প্রেমচিত্র আছে এখানে। ঈশান কম্পাউন্ডারের ভাষায় এবং ‘তারিণী-ভবন’কে কেন্দ্র করে ‘পদ্মরাগ’এ বলা হয়েছে – “হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান একই মাতৃগর্ভজাত”।
- এছাড়াও প্রকৃত শিক্ষা বিষয়ে বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বিশেষভাবে পাওয়া যায়।
- এ-উপন্যাসে তাঁর অন্যান্য বিবেচনা ও মতামত বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে।
- আটাশ পরিচ্ছেদ নিয়ে এ উপন্যাসটি রচিত হয়েছে।
- সাধু ভাষায় লেখা এই উপন্যাসে রোকেয়ার অন্যান্য রচনার মতো মাঝে মাঝে ছন্দোবদ্ধ কবিতাও ব্যবহৃত হয়েছে।
- এই উপন্যাসের কেন্দ্র ‘তারিণী-ভবন’।
- এই ভবনকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের ঘটনা ও নায়ক-নায়িকার চরিত্র ফুটে উঠেছে।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

নারী জাগরণের অগ্রদূত ও সমাজ সংগঠক হিসেবে বেগম রোকেয়ার অবদান

- বাঙালি মুসলিম সমাজের নারীদের অন্ধকারময় পৃথিবীতে আলোকবার্তা হাতে এসেছিলেন বেগম রোকেয়া।
- নারীমুক্তির স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে গিয়েই তিনি একদিকে কলম তুলে নিয়েছিলেন, অন্যদিকে নারীদের নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছিলেন।
- এ কারণেই তিনি আজও 'নারী জাগরণের অগ্রদূত' হিসেবে পরিচিত।
- তিনি ১৯০৯ সালে ১ অক্টোবর ভাগলপুরে পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।
- প্রতিষ্ঠানটি ১৯১১ সালে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়।
- অন্যদিকে তিনি ১৯১৬ সালে "আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম" নামে একটি মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
- ১৯৩০ সালে বঙ্গীয় মুসলিম সম্মেলনে রোকেয়া বাংলা ভাষার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন, যা সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল দুঃসাহসিক কাজ।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

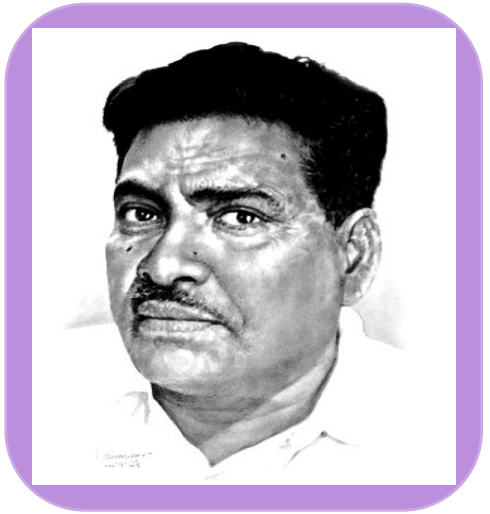

- ১৮৯৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর, পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশপরগনা জেলার কাঁচরাপাড়ার নিকটবর্তী ঘোষপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৩২৮ বঙ্গাব্দের (১৯২১) 'মাঘ প্রবাসী'তে প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' প্রকাশের মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক জীবন শুরু হয়।
- 'চিত্রলেখা' (১৯৩০) নামে একটি সিনেমা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাছাড়া হেমন্তকুমার গুপ্তের সঙ্গে যৌথভাবে 'দীপক' (১৯৩২) পত্রিকা সম্পাদনা করেন।
- 'ইছামতী' উপন্যাসের জন্য তিনি মরণোত্তর 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' (১৯৫১) লাভ করেন।
- ১৯৫০ সালের ১ নভেম্বর ব্যারাকপুরের ঘাটশিলায় তাঁর মৃত্যু হয়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

❑ সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস

- ✓ পথের পাঁচালী (১৯২৯)
- ✓ অপরাজিত (১৯৩২
- ✓ দৃষ্টিপ্রদীপ (১৯৩৫)
- ✓ আরণ্যক (১৯৩৮)
- ✓ আদর্শ হিন্দু হোটেল (১৯৪০)
- ✓ বিপিণের সংসার (১৯৪১)
- ✓ দুই বাড়ি (১৯৪১)
- ✓ অনুবর্তন (১৯৪২)
- ✓ দেবযান (১৯৪৪)
- ✓ অথৈজল (১৯৪৭)
- ✓ ইছামতী (১৯৫০)
- ✓ দম্পতি (১৯৫২)
- ✓ অশনি সংকেত
- ✓ কেদার রাজা (১৯৪৫)

ছোটগল্প

- ✓ মেঘমল্লার (১৯৩১)
- ✓ মৌরীফুল (১৯৩২)
- ✓ যাত্রাবদল (১৯৩৪)
- ✓ জন্ম ও মৃত্যু (১৯৩৭)
- ✓ কিন্নর দল (১৯৩৮)
- ✓ বেণীগির ফুলবাড়ি (১৯৪১)
- ✓ নবাগত (১৯৪৪)
- ✓ মুখোশ ও মুখশ্রী (১৯৪৭)
- ✓ উপলখণ্ড (১৯৪৫)
- ✓ বিধুমাস্টার (১৯৪৫)
- ✓ ক্ষণভঙ্গুর (১৯৪৫)
- ✓ অসাধারণ (১৯৪৬)
- ✓ রূপ হলুদ (১৯৫৭)
- ✓ ছায়াছবি (১৯৬০)
- ✓ তালনবমী (১৯৪৪)

কিশোর উপন্যাস

- ✓ মরণের ডঙ্কা বাজে (১৯৪০)
- ✓ সুন্দরবনের সাত বৎসর (১৯৫২)
- ✓ হীরা মাণিক জ্বলে (১৯৪৬)
- ✓ চাঁদের পাহাড় (১৯৩৮)
- ✓ মিসমিদের কবচ (১৯৪২)
- ✓ আইভ্যানহো (১৯৩৮)

ভ্রমণকাহিনি ও দিনলিপি

- ✓ অভিযাত্রিক (১৯৪০)
- ✓ হে অরণ্য কথা কও (১৯৪৮)
- ✓ তৃণাঙ্কুর (১৯৪৩)
- ✓ স্মৃতির লেখা (১৯৪১)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

❑ পথের পাঁচালী

- বিখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি কালজয়ী উপন্যাস হলো 'পথের পাঁচালী'।
- এটিই ছিল তাঁর প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস।
- বইটি ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা' পত্রিকায়।
- পরবর্তীতে কলকাতার রঞ্জন প্রকাশনালয় থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।
- বাংলার গ্রামে দুই ভাইবোন অপু আর দুর্গার বেড়ে ওঠা, তাদের পরিবারের গল্প নিয়েই গড়ে ওঠে এই উপন্যাসের কাহিনি।
- এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র-অপুর বোন দুর্গা, তাদের মা সর্বজায়া, বাবা হরিহর ও দূর সম্পর্কের পিসি ইন্দিরা ঠাকুরণ। এই উপন্যাসটি তিনটি খণ্ড ও পয়ত্রিশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত।

আম-আঁটির ভেপু | বল্লালী বালাই | অক্রুর সংবাদ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

❑ 'আম আঁটির ভেঁপু' অংশে-

অত্যন্ত সুচারুভাবে হরিহরের সন্তানদ্বয়- বড়মেয়ে দূর্গা ও ছোট ছেলে অপুর টক-মিষ্টি সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে এই পর্বে। উপন্যাসের এই পর্যায়ে ম্যালেরিয়া জ্বরের শেষ পর্যায়ে এসে দুর্গা মারা যাওয়ার চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে। অপু-দুর্গার দুরন্তপনা, প্রকৃতির শৈল্পিক চিত্র, গ্রাম-বাংলার স্নিগ্ধরূপ প্রভৃতির সুনিপুণ বর্ণনা রয়েছে আম আঁটির ভেঁপু অংশে।

❑ 'অল্লালী বালাই' অংশে-

আমরা তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম ত্রুটি বাল্যবিবাহ ও যৌতুককে প্রকট আকার ধারণ করতে দেখি। ইন্দিরা ঠাকুরণের বিয়ে অল্পবয়সে এমনই এক লোকের সাথে দেয়া হয়, যে বেশি যৌতুকের লোভে অন্যত্র বিয়ে করেন এবং আর কখনও ফিরে আসে না। তখন আয়হীন ইন্দিরা ঠাকুরণের স্থান হয় তার বাবার বাড়িতে, এবং তাদের ও তার ভাইয়ের মৃত্যুর পর তার দূরসম্পর্কের আত্মীয় হরিহরের বাড়িই তার স্থান হয়। সেখানে প্রতিমুহূর্তে তাকে মনে করিয়ে দেয়া হতো যে সে একজন আশ্রিতা ছাড়া আর কেউ নয়। সে প্রায়শই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত, কিন্তু দিনশেষে তার পথ এসে শেষ হতো হরিহরের বাড়িতেই। একবার ঘটনাক্রমে বাড়ি থেকে তাকে একেবারে বের করে দেয়া হয় এবং মর্মান্তিকভাবে তার জীবনের ইতি ঘটে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

❑ ‘অক্রুর সংবাদ’ অংশে-

এই অংশে চিরাচরিত বাংলার বড়লোক-গরীবের বৈষম্যের কথা তুলে ধরা হয়েছে। লেখক সাফল্যের সাথে দেখিয়েছেন যে, একজন ব্রাহ্মণ নারীর(সর্বজয়া) কী অবস্থা হয়, যখন অর্থের জন্য তাকে কাজের লোকের কাজ করতে হয়। দুর্গার মৃত্যুর পর তারা গ্রাম ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়। সেখানে এক পর্যায়ে জ্বরে স্বামী হরিহরও মারা যায়। তার চোখের অশ্রু মোছার জন্যও কেউ ছিল না। সবাই তার কষ্টের সুযোগ নিতে চায়। সাহায্যের হাত কেউ বাড়ায় না। অবশেষে সে অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ছেলে অপুকে নিয়ে তার নিজ গ্রাম নিশ্চিন্দিপুরের পথে রওনা হয়। কিন্তু সে তার সঠিক পথ খুঁজে পায় না।

বইটি ইংরেজি ও ফ্রেঞ্চ ছাড়াও বহু ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। ১৯৩২ সালে পথের পাঁচালীরই পরবর্তী অংশ ‘অপরাজিত’ প্রকাশিত হয়, যাতে অপুর শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণ এবং কলকাতায় কলেজে পড়ার সময়কার গল্প তুলে ধরা হয়েছে। বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসটি অবলম্বনে একই নামে একটি বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন।

কায়কোবাদ

- আধুনিক বাংলা মহাকাব্য ধারার শেষ কবি কায়কোবাদ। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলমান মহাকবি। প্রকৃত নাম মোহাম্মদ কাজেম আল কোরেশী, তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম 'কায়কোবাদ'।
- ১৮৫৭ সালে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার আগলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- কাব্যসাহিত্যে অসাধারণ অবদানের জন্য নিখিল ভারত সাহিত্য সংঘ তাঁকে 'কাব্যভূষণ', 'বিদ্যাভূষণ ও 'সাহিত্যরত্ন' (১৯২৫) উপাধিতে ভূষিত করে।
- ১৯৫১ সালের ২১ জুলাই ঢাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।

কায়কোবাদ

❑ সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ			কবিতা	
✓ বিরহ বিলাপ (১৮৭০)	✓ শিব-মন্দির বা জীবন্ত সমাধি (১৯২১)	✓ প্রেমের বাণী (১৯৭০)	✓ নীরব রোদন	✓ আযান
✓ কুসুম কানন (১৮৭৩)	✓ অমিয় ধারা (১৯২৩)	✓ শ্মশান ভস্ম (১৯২৪)	✓ উদাসীন প্রেম	✓ সুখ
✓ অশ্রুমালা (১৮৯৬)	✓ মহরম শরীফ (১৯৩৩)		✓ বাংলা আমার	✓ বিস্মৃতি স্মৃতি
✓ মহাশ্মশান (১৯০৪)	✓ প্রেম পারিজাত (১৯৭০)			

❑ মহাশ্মশান

- বাংলা সাহিত্যে মুসলমান মহাকবির রচিত প্রথম মহাকাব্য 'মহাশ্মশান'।
- এটি ১৯০৪ সালে প্রকাশিত হয়।
- গ্রন্থটি ধারাবাহিকভাবে মহম্মদ রওশন আলী সম্পাদিত 'কোহিনূর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
- মুসলিমদের গৌরবময় ১৭৬১ সালের পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধের ইতিহাস থেকে কাহিনি নিয়ে 'মহাশ্মশান' মহাকাব্যটি রচিত হয়েছে।
- এ যুদ্ধ ছিল ভারতের উদীয়মান হিন্দুশক্তি মারাঠাদের সঙ্গে মুসলিম তথা আহমদ শাহ আবদালীর নেতৃত্বে রোহিলা-অধিপতি নজীবউদ্দৌলার শক্তিপরীক্ষা।
- মুসলিম পক্ষে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কাবুলের অধিপতি আহমদ শাহ আবদালী, মেহেদী বেগের কন্যা জোহরা বেগম। অন্যদিকে মারাঠাদের পক্ষে ইব্রাহীম কার্দি (জোহরা বেগমের স্বামী)।
- সম্পূর্ণ অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'মহাশ্মশান' কাব্যটিতে তিনটি খণ্ড আছে।
- এই কাব্যের অন্যান্য চরিত্রগুলো হলো- হিরণবালা, অমরেন্দ্রনাথ, সুজাউদ্দৌলা, আতা খাঁ, রত্নজী, সেলিনা প্রমুখ।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

- মোতাহের হোসেন চৌধুরী ১৯০৩ সালে নোয়াখালি জেলার কাঞ্চনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- তিনি বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন এবং 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।
- তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ "সংস্কৃতি কথা"। এ গ্রন্থের বিখ্যাত লাইন- "ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার শিক্ষিত, মার্জিত লোকের ধর্ম।" ক্লাইভ বেলের Civilization গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত 'সভ্যতা' (১৯৬৫) এবং বার্ট্রান্ড রাসেলের Conquest of Happiness গ্রন্থের অনুবাদ 'সুখ' (১৯৬৫)। তিনি ১৯৫৬ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে মৃত্যুবরণ করেন।

❑ সাহিত্যকর্ম

প্রবন্ধগ্রন্থ	অনুবাদগ্রন্থ	
• সংস্কৃতি-কথা (১৯৫৮)	• সভ্যতা (১৯৬৫)	• সুখ (১৯৬৮)

বাংলা সাহিত্য অবলম্বনে বিভিন্ন চলচ্চিত্র

❖ **মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বাংলা চলচ্চিত্র:** বাঙালি জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা। তাই মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় চেতনাবোধের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে। মুক্তিযুদ্ধ যেমন সাহিত্যকে ঋদ্ধ করেছে, তেমনি চলচ্চিত্র অঙ্গনেও এনেছিল নতুন চেতনাবোধের বার্তা। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র আমার মুক্তিযুদ্ধ নির্ভর সাহিত্যকে অবলম্বন করেও নির্মিত হয়েছে চলচ্চিত্র। তাই আমাদের চলচ্চিত্র অঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধ এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে।

➲ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে কেন্দ্র করে চাষী নজরুল ইসলাম প্রথম নির্মাণ করলেন চলচ্চিত্র 'ওরা ১১ জন'।

➲ নাসির উদ্দিন ইউসুফ নির্মাণ করেন 'একাত্তরের যীশু'।

➲ মুক্তিযুদ্ধের দামামা যে গ্রাম বাংলাকে ছারখার করেছিল সেই আবহকে ধারণ করে তানভীর মোকাম্মেল নির্মাণ করেন 'নদীর নাম মধুমতি'।

বাংলা সাহিত্য অবলম্বনে বিভিন্ন চলচ্চিত্র

❑ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বাংলা চলচ্চিত্র

➲ মোরশেদুল ইসলাম নির্মাণ করেন 'আগামী' নামক চলচ্চিত্র

➲ আলমগীর কবিরের 'ধীরে বহে মেঘনা'

➲ নারায়ণ ঘোষ মিতার 'আলোর মিছিল'

➲ খান আতাউর রহমানের 'আবার তোরা মানুষ হ' চলচ্চিত্রে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে ধারণ করা হয়েছে।

➲ মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত সাহিত্যকে কেন্দ্র করে নাসির উদ্দিন ইউসুফ নির্মাণ করেন 'গেরিলা' চলচ্চিত্র যেখানে গেরিলা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটকে তুলে আনা হয়েছে।

➲ মানিক মানবিকের 'শোভনের স্বাধীনতা'

➲ মোরশেদুল ইসলামের 'আমার বন্ধু রাশেদ' চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে সাহিত্যকে আবহ হিসেবে গ্রহণ করে।

➲ হুমায়ুন আহমেদ এর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র 'আগুনের পরশমনি', 'শ্যামল ছায়া'।

➲ তৌকির আহমেদ পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র 'জয়যাত্রা'।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ভালোবাসা

হাতড়ে নদী খুঁজে

অন্ধকারে তোমায়

ও মন

দেখাস

বাংলা সাহিত্য অবলম্বনে বিভিন্ন চলচ্চিত্র

❖ **মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র:** স্বাধীনতাকালীন সময়ে বাংলাদেশের গণহত্যা ও অমানবিক হত্যাযজ্ঞের চিত্র বিশ্ব দরবারে তুলে ধরা হয়েছিল বিভিন্ন প্রামাণ্য চিত্রের মাধ্যমে। প্রামাণ্য চিত্রের প্রচারের ফলে বাঙালির উপর নির্যাতন ও হত্যার চিত্র বিশ্ববাসী সহজে অবলোকন করতে পেরেছিল। তাই মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র আমাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিল।

➲ বাঙালির উপর নির্মম হত্যাযজ্ঞের চিত্র তুলে ধরতে জহির রায়হান নির্মাণ করেছিলেন 'Stop Genocide' ও 'A state in Born' নামক প্রামাণ্য চিত্র, যা অবলোকন করে বিশ্ববাসী শিউরে উঠেছিল, এমনকি অনেক দেশ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সমর্থন দিয়েছিল।

➲ বাঙালির গণহত্যাকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরার জন্য আলমগীর কবির নির্মাণ করেন 'Liberation Fighters' নামক প্রামাণ্য চিত্র।

➲ বাবুল চৌধুরী নির্মাণ করেন 'Innocent millions' নামক প্রামাণ্য চিত্র।

➲ বাংলাদেশের মানুষের উপর পাকিস্তানি হায়েনাদের নির্মম ও নিষ্ঠুর আচরণের চিত্র তুলে ধরতে গীতা মেতো নির্মাণ করেন 'Dateline Bangladesh' নামক প্রামাণ্য চিত্র।

➲ তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ নির্মাণ করেন 'মুক্তির গান' ও 'মুক্তির কথা' নামক প্রামাণ্য চিত্র। তাই বলা যায় প্রামাণ্য চিত্রের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর নিকট বাঙালির উপর গণহত্যার চিত্র তুলে ধরে বিশ্ব ঐকমত্য গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল।

সম্প্রতি আলোচিত বিভিন্ন বাংলা গ্রন্থ

❑ ভায়েরা আমার : ভাষণসমগ্র – শেখ মুজিবুর রহমান

- **নামকরণ:** প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- **ভূমিকা লেখক:** প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- **ভাষণগুলো সংগ্রহ, সংকলন, সম্পাদনা:** প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার নজরুল ইসলাম।

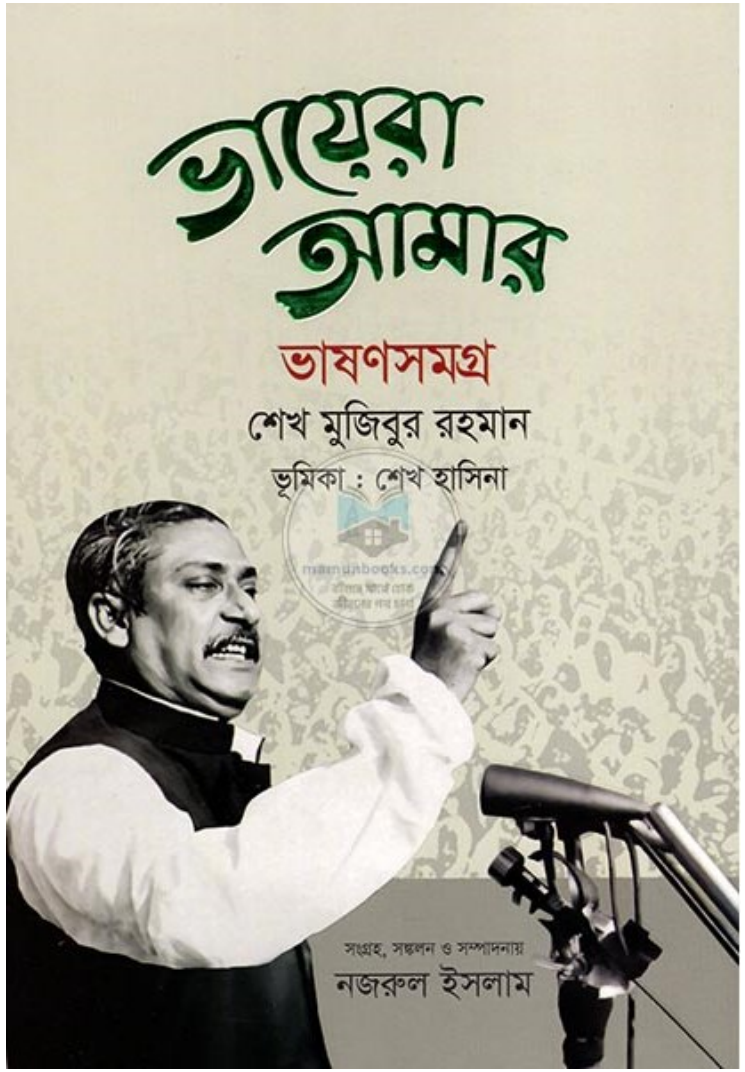

আল্লাহ হাফেজ

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/Uttoron

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি
(https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

একটি উদ্ভাস-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

09666775566
www.uttoron.academy